ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে মেহেরপুরে স্মরণসভা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে স্মরণসভা আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (০৩ ডিসেম্বর) সকাল দশটার সময় জেলা প্রশাসকের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শামীম হোসেন, জেলা সিভিল সার্জন মোঃ ডাঃ মহী উদ্দীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ রনি আলম নুর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) কামরুল আহসান, সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাদির হোসেন শামীম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) গাজী মূয়ীদুর রহমান, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার মোঃ আবীর হোসেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা জামায়াতের আমীর তাজ উদ্দিন খান, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা (অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন) আব্দুল মালেক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, জেলা সমাজসেবা অফিসার আশাদুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জেএম সিরাজুল মূনীর।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টির সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) খন্দকার মুইজ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, যুগ্ন আহবায়ক মোঃ তামিম ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু,

বাসসের জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক দিলরুবা খাতুনসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী ও বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনের অন্যান্য প্রতিনিধিরাও ।

তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজে শিক্ষক নিয়োগের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইলে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজ (বর্তমান বঙ্গবন্ধু কলেজ) নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথে কলেজ ব্যবস্থাপনা পরিষদেও পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির থেকে ব্যক্তি মতাদর্শের মান বাড়াতে ব্যস্ত সময় পার করেছেন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ। ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ পড়ুন ১ম পর্ব।

সরেজমিন ও বিভিন্ন অভিযোগের মাধ্যমে জানা গেছে, ২০২১ সালে কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফার মৃত্যুও পর থেকে অনিয়ম আর দুর্নীতি ভরে গেছে কলেজটিতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতির মন মত চালানো হয়েছে কলেজটিকে। গোলাম মোস্তফার মৃত্যুর পর আওয়ামী দলীয় প্রভাষক মাসুম উল হক মিন্টুকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন তৎকালীন সভাপতি বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম। ৫ জন সিনিয়র শিক্ষককে বাদ দিয়ে ৬ নম্বর সিনিয়র শিক্ষক মাসুম উল হককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর পর থেকে শুরু হয় নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম।

কলেজের উন্নয়নের নামে গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিক্ষক ও বিভিন্ন স্টাফদের নিয়োগ দিয়ে ৮১ লাখ ৩০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এর মধ্যে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক ৪৯ লাখ ৩০ হাজার, প্রয়াত অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা ৩ লাখ ৫০

সম্পৃক্ততা নেই। যারা বলেছে তারা ঠিক বলেনি। আমি ২০১২ সালে একবার এবং কিছু দিন আগে আরেকবার সভাপতি হয়েছিলাম।

সরকার পরিবর্তনের পর সাবেক সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: সাহিদুজ্জামান আত্মগোপনে থাকায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মুস্তাফিজুর রহমানের তুহিনের পিপি নিয়োগ বাতিল

মেহেরপুরের নারী ও শিশু নিযার্তন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনকে নিয়োগ লাভের ১৪ দিন পর নিয়োগ বাতিল করলো আইন ,বিচার ও সংসদ বিষয়ক্র মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর বিভাগ।

গতকাল ২ ডিসেম্বর আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসলিসিটর(জিপি—পিপি) সানা মো: মাহরুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ নিয়োগ বাতিল করা হয়।

আদেশে বলা হয়, মেহেরপুর জেলার নারী ও শিশু নিযার্তন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে নিয়োগ প্রাপ্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুস্তাফিজুর রহমান তুহিনের বিরুদ্ধে জিআর ৪৯২/২০২২(মেহেরপুর) মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ তৎসহ ২০১২ সালের পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১)/৮(২)/৮(৩)/৮(৪) ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে। এ মামলায় গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে তিনি জামিন আছেন। রাষ্ট্রের স্বার্থ সমুন্নত রাখাসহ বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখার জন্য এ ধরণের স্পর্শকাতর মামলার আসামিকে পাবলিক প্রসিকিউটরের মত গুরত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা সমীচীন না হওয়ায় তাঁর নিয়োগ বাতিলপূর্বক তাঁকে পাবলিক প্রসিকিউটর পদ হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, মুস্তাফিজুর রহমানকে পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে মেহেরপুর ছাত্র—জনতা ব্যনারে আন্দোলন, মানববন্ধন, জজ কোর্ট ঘেরাও কর্মসূচী করা হয়েছিলো। সবশেষ ২৭

নভেম্বর জেলা প্রশাসককে ছাত্র—জনতা ১০দিনের আল্টিমেটাম দেয়।

গাংনীতে সহকর্মীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় টিআই ফরিদার বিদায়

সহকর্মীদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও চোখের জলে কর্মস্থল থেকে শেষ বিদায় নিলেন গাংনী উপজেলা সমজাসেবা কার্যালয়ের টিআই ফরিদা ইয়াসমিন।

এসময় তাকে ক্রেষ্ট ও ফুল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান দীর্ঘদিনের সহকর্মী অফিসের সদস্যরা। দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ত্যাগ করার সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন টিআই ফরিদা ইয়াসমীন। এসময় সহকর্মী ও অফিসের সদস্যের চোখে পানি চলে আসে।

একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততা দিয়ে কর্মস্থলকে করেছিলেন আপন। ৩২ বছর ২ মাস সেবা দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সহকর্মীদের কাছে আপনজন আর সেবা গ্রহীতাদের পরম বন্ধু। ভালবাসা আর চোখের জলেই তাকে বিদায় দিয়ে বর্ণনা করেন কর্মময় জীবনের নানা স্মৃতিময় অধ্যয়।

কর্মময় জীবনের শেষ অফিস ছিল গত শনিবার। চাকুরী জীবনের শেষ দিনে তার বিদায়কে কেন্দ্র করে সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে সহকর্মীরা আয়োজন করেন অবসরজনিত বিদায়ী সংবর্ধনা। সেখানেই তৈরী হয় এক আবেগঘন পরিবেশ।

গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারি পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বি এবং সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসার কাজী মুনছুর আলী। অনুষ্ঠানে জেলার সকল সমাজসেবা কার্যালয় ও সরকারি শিশু পরিবারের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা সমজাসেবা কার্যালয়ের টিআই ফরিদা ইয়াসমিন। তিনি গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনার সহধর্মীনি। দীর্ঘ ৩২ বছর ২ মাস তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরে চাকুরী করেছেন। কর্মজীবনে পিছিয়ে পড়া মানুষ চিহ্নিত করে ভাতা ও ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রমে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তার আচার-ব্যবহার আর যথাযথ দায়িত্ব পালনে সহকর্মী আর উপকারভোগীদের কাছে প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন। ফলে তার বিদায় অনুষ্ঠান ছিল এক বিষাদময়।
কর্মস্থলের সততা ও নিষ্ঠার জন্য এই সফল নারীকে সহকর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া।

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষকদের বাজিমাত

মেহেরপুরে আগাম জাতের গ্রীষ্মকালীন নাসিক জাতের পেঁয়াজ চাষে সফলতা পেয়েছেন কৃষক। এবছর জেলাজুড়ে দুই হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। পেঁয়াজের জমিতে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালংশাক আবাদ করে অল্প খরচে বেশি লাভ করছেন।

নতুন পেঁয়াজ বাজারে উঠতে শুরু করায় ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা কম দামে ক্রতারা পেঁয়াজ কিনতে পারছেন।

কৃষকরা বলছেন ভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না হলে এবং ন্যায্য দাম পেলে লাভবান হবেন তারা। আর কৃষি বিভাগ বলছেন, গ্রীষ্মকালীন আগাম জাতের পেঁযাজ বাজারে উঠতে শুরু করেছে। খুব শিঘ্রই নতুন পেঁয়াজে দাম সাশ্রয় হবে। মেহেরপুর একটি সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের মাঠ জুড়ে গ্রীষ্মকালীন নাসিক-৫৩ জাতের পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। এযেন সবুজের সমারোহ। গেল বছর পেঁয়াজের ভালদাম পেয়ে এবছরে আগাম জাতের গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজ আবাদ করেন অধিকাংশ কৃষক। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে পেঁয়াজ চারা রোপন করে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বাজারে উঠতে শুরু করেছে। প্রতিবিঘা জমিতে ৬০ থেকে ৬৫ মন পেঁয়াজ হবে বলে আশা কৃষকদের। বর্তমান বাজারমুল্য পেলে

খরচের তিনগুণ টাকা লাভ হবে এমন প্রত্যাশা কৃষকদের।

জেলা কৃষি অফিসের ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা আশরাফুন্নেসা জানান, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা বিভিন্ন মাঠে এবছর নাসিক ৫৩ জাতের পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে। উক্ত জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন হবে প্রায় ৪৮ হাজার ২০০ টন । এক কাঠা জমিতে সাড়ে তিন থেকে ৪ মন পেঁয়াজ উৎপাদন হওয়ার আশা চাষিদের। যা জেলার চাহিদার প্রায় তিনগুন। জেলার মানুষের চাহিদা পুরুন করে বাকি পেঁয়াজ যাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বৃহত্তম জেলায়।

কৃষকদের পেঁয়াজের চাষে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন।

গাংনীর জুগিন্দা গ্রামের পেঁয়াজ চাষি সাহারুল ইসলাম, ফয়েজ উদদীন, আব্দুল কাদের বলেন, আমরা এর আগে কখনও গ্রীষ্মকালীন নাসিক- ৫৩ জাতের পেঁয়াজের আবাদ করিনি। স্থানীয় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কৃষি অফিসারের পরামর্শ পেয়ে এবছর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ করতে বিনামূল্যে সার,বীজ,জমি প্রস্ততকরনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেছিলেন। পেঁয়াজ অনেক ভাল হয়েছে। ফলনও ভাল হচ্ছে। বাজারে নতুন পেঁয়াজের চাহিদা বেশি। পাইকারি ব্যবসায়ীরা জমি থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি কেজি পেঁয়াজ পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৮৫ টাকা থেকে ৯০ টাকা কেজি।

আমাদের জেলায় কমবেশি বিভিন্ন জাতের পেঁয়াজ আবাদ হয়। গেলবছর দুএকজন কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ করে লাভবান হয়। এবছর পেঁয়াজের আবাদে ঝুকেছেন অনেক কৃষক। একই সাথে পেঁয়াজের জমিতে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালং শাক আবাদ করেছেন চাষিরা।

মুজিবনগর গ্রামের কৃষক আক্কাস আলি ও মুক্তার মুনসি বলেন, এক বিঘা জমিতে দুই কেজি পেঁয়াজের বীজ বপন করতে হয়। প্রতি কেজি পেঁয়াজের বীজের দাম ২ হাজার টাকা। আমাদের পেঁয়াজের বীজ,সারসহ বিভিন্ন উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। পেঁয়াজের সাথে সাথি ফসল হিসেবে মুলা ও পালংশাকের বীজ বপন করেছিলাম। দুই সপ্তাহ পর মুলা ও পালংশাক বিক্রি করে ভাল টাকা আয় হয়েছে।

সদর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের কৃষক আব্দুল আলীম বলেন,গেল বছর দশ কাঠা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করে ৩০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। এবছর দেড় বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ করেছি। একই জমিতে

লালশাকের বীজ বুনে ছিলাম। লালশাক আগে বিক্রি করেছি। এখন পেঁয়াজ বিক্রি করছি। দাম ভাল পাচ্ছি। বিক্রি শেষে খরচের দেড়গুণ টাকা লাভের আশা আছে।

পিএসকেএস এর কৃষি কর্মকর্তা জুয়েল বিশ্নাস বলেন, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষি খাতের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে অনেক কৃষকদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করতে প্রদর্শনী দেয়া হয়। পেঁয়াজের আবাদ অনেক ভাল হয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার মাটিতে সব ধরনের আবাদ হয়। জেলার আবহাওয়া সব আবাদের উপযোগী। পেঁয়াজের আবাদের জন্য জেলার খ্যাতি রয়েছে। গ্রীষ্মকালীন নাসিক- ৫৩ জাতের পেঁয়াজ এবছে অনেক ভাল হয়েছে। বাজার নতুন এই পেঁয়াজ উঠতে শুরু করায় পেঁয়াজের দাম এখন ক্রেতাদের নাগালে। আমরা সব কৃষকদের সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছি, পাশাপাশি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা পিএসকেএস কৃষকদের চাষাবাদে নানা ধরনের সহযোগীতা করে কৃষিকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

অতি মুনাফালোভী দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারণে পেঁয়াজ ও আলুর দর বৃদ্ধি এবং আইনে নিষিদ্ধ খোলা ভোজ্য তেল বিক্রির প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এই মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ক্যাব মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক সহ ক্যাব নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্যাব সদস্য ও মেহেরপুর প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বেন ইয়ামিন মুক্ত, ক্যাব গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল ও ক্যাব সদস্য প্রদীপ ও দিলারা জাহান প্রমুখ।

পেঁয়াজ ও আলু এবং ভোজ্য তেল এর বিষয়ে ভোক্তা অধিকার রক্ষা করার দাবি জানিয়ে মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিবাদী এই কর্মসূচিতে ক্যাব সদস্যরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান

দুই দফা দাবিতে মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। আজ সোমবার (২ ডিসেম্বর) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

মেহেরপুর জেলা তাবলীগ জামাতের আমির ডা: আব্দুল বাকীর নেতৃত্ব হাজারো সমর্থকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পথযাত্রা শেষে সমবেত হয়।

স্মারকলিপিতে তাদের দাবি, কোনরূপ যৌক্তিক কারণ ছাড়াই দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারছেন না। বিগত ৭ বছর ধরে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যবান বক্তব্য শুনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। অথচ তিনি পূর্বে বিশ্ব ইজতেমার প্রধান বক্তা ছিলেন এবং আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করতেন। তিনি বাধাহীনভাবে সারাবিশ্বে তাবলীগের কাজে সফর করে চলেছেন। তাই এ বছর যাতে তাদের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে

পারেন সেজন্য জোর দাবি জানান তারা।

অপরদিকে বিগত ৭ বছর ধরে মাওলানা জুবায়েরপন্থীগণ তাদের মূলধারার সাথীদের মসজিদে দাওয়াতের কাজ বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার করেন। যা ইসলামি শরিয়ত, বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার স্বার্থে দেশের সকল মসজিদে বাধাহীনভাবে তাবলীগের কাজ পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আদেশ জারির জন্যও দাবি করেন মেহেরপুরের মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের নেতা-কর্মীরা।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশন দিবস পালিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশন (বিএনএফ)-এর সহযোগী সংস্থাসশূহের আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদায বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশন দিবস-২০২৪ পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার (০২ ডিসেম্বর) দিবসটি উদ্যাপন উপলেক্ষে এক আলোচনা সভা জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা এনজিও সমিতির সভাপতি মুহঃ মোশাররফ হোসেনের সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনির, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম।

সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধিত্বকারী সুবাহ্ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মউকের উন্নয়ন কর্মী মুরাদ হোসেন, পল্লি জনউন্নয়ন কল্যাণ সংস্থা নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, মোছাঃ মহিমা খাতুন, মোছাঃ ছামিয়ারা খাতুন, সুফিয়া খাতুন, হাসনাত আলী।

এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইলামিক ফাউণ্ডেশন প্রাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়।এসময় প্রধানগণ, কর্মকর্তা কর্মচারী, উপকারভোগী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ র্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন।

মেহেরপুরে শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবে দুর্বৃত্তদের হামলা- ভাঙচুর

মেহেরপুরে শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবে দুর্বৃত্তরা হামলা-ভাঙচুর করেছে। গতকাল রবিবার (০১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে কাথুলি বাস স্ট্যান্ড সড়ক ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়া অবস্থিত শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবটি সরজমিন দেখা যায় চেয়ার, ব্যানার, ফেস্টুন সহ গেটে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর করা হয়েছে ।

শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজা সাংবাদিকদের জানান, শেখ হাসিনা সরকার পালিয়ে যাওয়ার পরে যে স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি তার বড় অবদান আবু সাঈদের তার নামকে স্মরণ করে আমরা এই ক্লাবটি দিয়েছি। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের সহ্য হচ্ছে না। তারা এই কাজটি করতে পারে বলে আমি ধারণা করছি এবং আমরা দ্রুত প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যারা এই নেককারজনক কাজটি করেছে তাদেরকে দ্রুত গ্রেফতার ও আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আর প্রশাসন যদি কিছু না করতে পারে আমরা এর কঠোর আন্দোলন শুরু করবো।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য

মাসুদ অরুণ ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস এ ক্লাবের উদ্বোধন করেন।

প্রকৌশলী লিওনের বিরুদ্ধে সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর ক্ষতিপূরণ মামলা

মিথ্যা মামলা করে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি ও সাংবাদিকতায় বাঁধাগ্রস্থ করার কারণে মামলা থেকে অব্যহতি পেয়ে প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলামের লিওনের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ মামলা করলেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

গত ২৭ নভেম্বর মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে তিনি এ মামলা দায়ের করেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ২৭ জানুয়ারি আসামিকে আদালতে হাজির হওয়ার সমন জারি করেছেন।

মাহাবুব চান্দু আইনজীবী নজরুল ইসলাম এসকল তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুর প্রতিদির পত্রিকার অনুসন্ধানী সংবাদের খোজে ২০২৩ সালের ২৪ জুলায় দুপুর ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে ১টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রে ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মূলক সাংবাদিকতার কাজে নিয়োজিত থাকেন। বাদী তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার অফিসে ফিরে আসেন এবং মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের মেডিকেল আফিসার ডাঃ রুমানা হেলালী এর বিরুদ্ধে গ্রহনকৃত সংবাদ ও তথ্যাদি মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদপত্রের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন কে অবহিত করেন। দুপুর অনুমান আড়াইটার দিকে ডাঃ রুমানা হেলালীর পিতা সাবেক মেয়র মুতাছিম বিল্লাহ মতু মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে মোবাইল ফোনে বাদী ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ভয়ভীতি ও মামলা করার হুমকি দেন।

তারপর ২৬ জুলা মোতিাছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকি বিল্লাহ

শাফিন তাহার ফেসবুক আইডি আইডি দিয়ে মেহেরপুর সদর থানা বরাবর বাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাদাবাজীর লিখিত অভিযোগ ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করেন এবং কমেন্ট করেন যে “তুই যে ক্লিনিকে চাঁদা চাইতে এসে গনধোলাই এর ভয়ে তাড়া খেয়ে পালায় গেছিস সেটা বল, আসল সত্যতা মানুষ জানুক ” । সহ বিভিন্ন মান হানিকর মন্তব্য ও কমেন্ট করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে ভাইরাল করে।

মোতাছিম বিল্লাহ মতু তার ফেসবুক আইডি দিয়ে অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিককা মেহেরপুর নিউজ.কম এর ফেসবুক পেজের মাধমে মাধ্যমে গত ইং ৩১/০৭/২০২৩ তারিখে লাইভে এসে বাদীকে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগে একটি লাইভ প্রোগ্রাম করে। মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন তার মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার হিসাবে উক্ত ক্লিনিকের ফেসবুক আইডি দিয়ে মোত্তাকি বিল্লাহ শাফিন এর পোষ্টকৃত বাদীর মিথ্যা চাঁদা দাবির লিখিত অভিযোগ গত ইং ২৬/০৭/২০২৩ তারিখে প্রচার করে ভাইরাল করে। বিবাদী তৌহিদুল ইসলাম লিওন তাহার ফেসবুক আইডি থেকে মোত্তাকি বিল্লাহ শাফিন এর ফেসবুক পেজে কমেন্ট কেও বিবাদীর সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেন।

বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য অপপ্রচার কেও থেমে না থেকে সাংবাদিকতার পেশাকে কলুষিত ও মানহানি করিবার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাদী ও বিবাদীর বাড়ী মেহেরপুরে হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র হয়রানী করার উদ্দেশ্যে বাদীর বিরুদ্ধে ঢাকাতে মামলা দায়ের করেন। যাতে প্রায় এক বৎসরেরও অধীক সময় বাদী ঢাকাতে যাতায়াত ও মামলা পরিচালনায় আর্থিক, মানষিক ও শারিরীক ক্ষতির সম্মুখিন হন। বাদি আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সুসাংবাদিকতা যাতে কেউ আঘাত করতে না পারে সে কারণে আদালতের শরনাপন্ন হয়ে আসামি বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেন।